দৈনিক বাংলা

তারিখ 9 DEC 1985
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

ঢাকা ঘোষণাঃ এ অঞ্চলের অভিন্ন সমস্যা সমাধানের অঙ্গীকার

নয়টি ক্ষেত্রে সমন্বিত এ্যাকশন প্রোগ্রামের অগ্রগতিতে সন্তোষ

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে গৃহীত ঘোষণা পরিচিত হবে 'ঢাকা ঘোষণা' নামে। দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতা, শান্তি, সম্প্রীতি ও উন্নয়নের ইতিহাসে ঢাকা ঘোষণা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার পাঁচ ভাগের এক ভাগ ১ শত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা অন্যান্য ঐতিহাসিক ঘোষণার মর্যাদা লাভ করবে। সার্ক অঞ্চলের দেশগুলো বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর সারিতে। ঢাকা সম্মেলন ও নবগঠিত সার্ক দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি, প্রগতি ও স্থিতিশীলতায় অবদান রাখবে বলে সাত নেতা তাঁদের বিশ্বাস প্রকাশ করেন।

চৌদ্দটি অনুচ্ছেদের এই ঘোষণায় বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার সাত নেতা আঞ্চলিক সহযোগিতা ও পারস্পরিক সমঝোতা, আস্থা, বন্ধুত্বের ভিত্তিতে একত্র হয়ে অভিন্ন সমস্যাগুলোর সমাধান এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সমতা ও সুযোগ-সুবিধার অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। সাতটি দেশের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে আস্থা, বিশ্বাস ও সহযোগিতা উন্নত করতে শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের সময়ে সময়ে বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার কথাও ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়েছে।

ঘোষণায় তাঁরা রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌম সমতা, বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান, অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, অন্য দেশের আঞ্চলিক অখন্ডতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ বা বলপ্রয়োগের হুমকি প্রদর্শন না করার জাতিসংঘ সনদ ও নীতিমালার প্রতি তাঁদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সকল সমস্যার সমাধানে জাতিসংঘই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফোরাম বলে তাঁরা উল্লেখ করেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতিও তাঁরা গভীর

১০-এর পৃঃ দ্রঃ

সাত নেতার স্বাক্ষর

(১ম পৃঃ পর)

দের বৈঠক অনুষ্ঠানের কথা রয়েছে। সদস্য দেশগুলো প্রয়োজন মনে করলে একাধিকবার বৈঠকে বসতে পারবে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সমবায়ে একটি মন্ত্রী পরিষদ বছরে দুবার বৈঠক বসবে। বিশেষ বৈঠক সদস্য দেশগুলোর সম্মতিতে হতে পারবে। এ পরিষদ সংস্থার নীতি প্রণয়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, সহযোগিতার নয়া ক্ষেত্র সনাক্তকরণ ও প্রয়োজনবোধে অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

পররাষ্ট্র সচিবদের সমবায়ে গঠিত হবে স্ট্যান্ডিং কমিটি। প্রয়োজন অনুযায়ী এ কমিটি বৈঠকে বসবে। সার্বিক সমন্বয়, প্রকল্প ও কর্মসূচী অনুমোদন আঞ্চলিক ও বহির্সম্পদ যোগানোর দায়িত্ব ছাড়াও এ কমিটি মন্ত্রী পরিষদের কাছে সময়ে সময়ে প্রতিবেদন পেশ ও নীতি এবং সিদ্ধান্তের প্রশ্নে অভিমত চাইবে।

এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন সমন্বয় ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য টেকনিক্যাল কমিটি থাকবে: প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ২টির বেশী সদস্য দেশের সমন্বয়ে একশান কমিটি গঠন করা হবে।

সনদে সংস্থার একটি সচিবালয় থাকবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সংস্থার কর্মতৎপরতা পরিচালনার জন্যে সদস্য দেশগুলোর চাঁদা প্রদান বাধ্যতামূলক হবে না। অঞ্চলের মধ্যে পর্যাপ্ত তহবিল না গঠন করা গেলে সংস্থা বাইরের উপযুক্ত সূত্র থেকে আর্থিক সহযোগিতা নিতে পারবে। সংস্থার প্রতিটি স্তরে সিদ্ধান্ত হতে হবে সর্বসম্মতিক্রমে।